''সর্ব প্রাপ্তি সম্পন্ন জীবনের বিশেষত্ব হলো— অপ্রসন্নতা মুক্ত এবং প্রসন্নতাযুক্ত''

আজ ভালোবাসার সাগর বাপদাদা নিজের প্রেমস্বরূপ আত্মাদের দেখছেন। প্রত্যেকের হৃদয়ে পরমাত্ম-প্রেম সমাহিত হয়ে আছে। এই পরমাত্ম-প্রেম প্রাপ্তও হয় একটাই জন্মে। ৮৩ জন্ম দেব আত্মাদের বা সাধারণ আত্মাদের থেকে পেয়েছো। ভাবো এটা, স্মরণ করো, সারা কল্পের পরিক্রমণ করো – তোমরা তো স্বদর্শন চক্রধারী, তাই না! তো এক সেকেন্ডে সারা কল্প পরিক্রমণ করেছো? ৮৩ জন্মে পরমাত্ম-প্রেম পেয়েছিলে? পাওনি। শুধু এই সঙ্গমের এক জন্মে পরমাত্ম-প্রেম প্রাপ্ত হয়েছে! সুতরাং পার্থক্য কি জেনে নিয়েছো তো না! আত্মাদের ভালোবাসা আর পরমাত্ম-

প্রেম – কত প্রভেদ! সাধারণ আত্মাদের ভালোবাসা কোথায় নিয়ে গেছে? কী প্রাপ্ত করিয়েছে – অনুভব রয়েছে না? আর পরমাত্ম-প্রেম কোথায় নিয়ে যায়? আপন সুইট হোম আর সুইট রাজধানীতে। আত্ম-

ভালোবাসা রাজ্য-ভাগ্য নষ্ট করে দেয় এবং পরমাত্ম-প্রেম রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত করায়, আর এই জন্মেই। এমন নয় যে, কেবল ভবিষ্যতের আধারে চলছো তোমরা। না। ডায়রেক্ট পরমাত্ম-প্রাপ্তি তো এখন। বর্তমানের সামনে ভবিষ্যতও কিছু নয়। তোমরা গীত গেয়ে থাকো তো না যে, স্বর্গে কী হবে আর কী না হবে। আর এখনের গীত কী? যা পাওয়ার ছিল তা' পেয়ে গেছি... নাকি পাওয়ার আছে? পেয়ে গেছো। পাণ্ডবরা পেয়ে গেছো? গোপীদের গায়ন তো আছেই। এই সময়ের গায়ন আছে, অপ্রাপ্ত কোনো বস্তু নেই ব্রাহ্মণদের ভাণ্ডারে। দেবতাদের ভাণ্ডারে নয়, ব্রাহ্মণদের ভাণ্ডারে। তো তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছো তো না? তাহলে কি অনুভব করো যে, কোনো বস্তু অপ্রাপ্ত নেই! তাছাড়াও, এই সকল প্রাপ্তি অবিনাশী, অল্পকালের নয়। সুতরাং, যার সর্বপ্রাপ্তি হয়েছে তার জীবনের বিশেষত্ব কী হবে? সর্বপ্রাপ্তি হয়েছে আর একটা কিছুও কম নেই, তো তার চলন আর চেহারায় কী বিশেষত্ব দেখা যাবে? সদা প্রসন্নতা। যা কিছুই হয়ে যাক কিন্তু সর্বপ্রাপ্তিমান নিজস্ব প্রসন্নতা ছাড়তে পারে না। অপ্রসন্নতা কখনো যদি হয় তো চেক করো যে অপ্রাপ্তির অনুভব হয় নাকি সর্বপ্রাপ্তির হয়?

আজ বাপদাদা অনেক সেবাকেন্দ্র আর উপ-সেবাকেন্দ্র দেখেছেন, বিদেশে নয়, দেশের সেবাকেন্দ্রে গুলিকে দেখেছেন। সেবাকেন্দ্রে বিশেষ তো সেবাধারী রয়েছে, তো আজ পরিক্রম করতে করতে সেবাধারী আর সেবাস্থান দুইই দেখেছেন। ছোট হোক বা বড়, প্রতিটি স্থানে বাবা সবাইকে চেক করেছেন যে সেবাধারীরা তাদের তন, মন, ধনের দ্বারা সম্বন্ধ-সম্পর্কের প্রতি সেবায় কতটা প্রসন্ন! কেননা, বিশেষ বিষয় তো এটাই, তাই না! তো কী দেখেছেন?

তন তো সকলের পুরানোই, তা' যুবক হোক বা বড়। ছোটরা তো আরোই, বড়োর থেকেও কোথাও কোথাও দুর্বল, হতে পারে ব্যাধি বড়, কিন্তু অসুস্থতার অনুভূতি – আমি দুর্বল, আমি অসুস্থ, এটা ব্যাধি বাড়িয়ে দেয়। কারণ তনের প্রভাব মনের ওপরে এসে পড়লে তো ডবল রোগ হয়ে যায়। তন আর মন উভয়তঃ অসুস্থ হয়ে যাওয়ার কারণে বারবার সোল-কন্সিয়াস হওয়ার পরিবর্তে অসুস্থ কন্সিয়াস হয়ে যায়। সুতরাং, বাবা কী দেখলেন? দেখলেন যে, তনের দ্বারা তা' অসুস্থ বলো কিংবা হিসেব- নিকেশ মেটানো বলো, মেজরিটি করছে, কিন্তু তাদের ৫০% ডবল ব্যাধি আর ৫০% সিঙ্গল ব্যাধি রয়েছে। কিন্তু কী হওয়া উচিত? কখনও মনে অসুস্থতার সঙ্কল্প আনা উচিত নয় – আমি অসুস্থ, আমি অসুস্থ... তারপরে কী হয়? এই পাঠ পোক্ত হয়ে যায় যে, আমি অসুস্থ...কখনো কখনো রোগ না হওয়া সত্ত্বেও মনে খুশি থাকে না, তো বাহানা করবে যে আমার কোমরে ব্যথা। কেননা, মেজরিটির তো হয় পায়ে ব্যথা, নয়তো কোমরে ব্যথা। এখন তার চেকিং কীভাবে হবে? ডাক্তারের কাছে এর কোনো থার্মোমিটার আছে যে কোমরে ব্যথা আছে কি নেই তারা চেক করতে পারে? এক্সরে করাও, এটা করাও, সে তো আরও খরচা হয়ে যায়। তো বাবা কী দেখেছিলেন? তিনি তনের ব্যাপারে বলেছেন, এই রকম অনেক সেবাধারী দেখা গেছে। সেবাধারী তোমরা সবাই। এমন ভেবো না যে শুধু টিচারদের বিষয়। প্রবৃত্তিতে থাকা তোমরাও সেবাধারী তো না? নাকি যারা সেন্টার গুলোতে থাকে তারা সেবাধারী? প্রবৃত্তিতে থাকা তোমরাও সেবাধারী। কখনও তোমাদের ঘরেরও পরিক্রমণ করবেন বাবা। কীভাবে তোমরা ঘুমাও, কীভাবে ওঠো! তোমাদের ডবল বেড, নাকি সিঙ্গল বেড? আচ্ছা, এটা তো আজকের পরিক্রমের বিষয়।

আজকালকার হিসাবে ওষুধ খাওয়া বড় ব্যাপার মনে ক'রো না। কারণ কলিযুগের বর্তমান সময়ে সবথেকে শক্তিশালী ফ্রুট

হলো এই ওষুধপত্র। দেখো কতো রঙ বেরঙের না! কলিযুগের লাস্টের এ হলো এক রকম ফ্রুট, তাই খুশী মনে খেয়ে নাও। ওষুধ খাওয়া - এটা ব্যাধিকে মনে করায় না। কিন্তু যদি বাধ্য হয়ে খাচ্ছো মনে করো, তবে বাধ্য হয়ে খাওয়া ওষুধ ব্যাধির কথা মনে করিয়ে দেবে। আর শরীরকে চালিত রাখার জন্য, এর দ্বারা শক্তি ভরছে, সে'কথা মনে করে খাও, তবে ওষুধ ব্যাধির কথা মনে করাবে না, মনে খুশী এনে দেবে যে, ব্যস্ দুই তিন দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবো। আজকাল তো অনেক নতুন নতুন ফ্যাশন হয়েছে, কলিযুগে সবথেকে বেশী ইনভেনশন হলো আজকাল ওষুধপত্র বা নানান রকমের থিওরী বেরিয়েছে। আজ অমুক থিওরী, আজ তমুক থিওরী, তো এ'গুলো হলো কলিযুগের সীজনের শক্তিশালী ফল। সেইজন্য ঘাবড়ে যেও না। কিন্তু ওষুধ-কন্সিয়াস, ব্যাধি-কন্সিয়াস হয়ে খেও না। তো শরীরের অসুখ-বিসুখ তো হওয়ারই, নতুন কথা নয়। সেইজন্য অসুখ-বিসুখে কখনো ঘাবড়ে যেও না। ব্যাধি এলো আর তাকে প্রয়োজনীয় ফ্রুট খাইয়ে দাও বিদায় দিয়ে দাও। আচ্ছা এ হলো তন এর রেজাল্ট। তারপরে আর কি দেখলেন?

মন, মনের মধ্যে কী দেখলেন? একটা আনন্দের জিনিস এটাই দেখলেন যে, মেজরিটি প্রত্যেক সেবাধারীর মনের মধ্যে বাবার ভালোবাসা আর সেবার উদ্দীপনা দুইই রয়েছে। বাকি ২৫ পার্সেন্ট কোনো কারণে বাধ্য হয়ে চলছে। তার সংখ্যা অল্প। কিন্তু মেজরিটির মনের মধ্যে এই দুটি জিনিস দেখলেন। আর এটাও দেখলেন যে, বাবার প্রতি ভালোবাসা থাকার কারণে স্মরণেও শক্তিশালী হয়ে বসছে, চলছে, সেবা করার ব্যাপারে অ্যাটেনশনও ভালোই দিচ্ছে। কিন্তু খেলাটা কি ঘটছে, চাইছে স্মরণের সীটে ভালো ভাবে সেট হয়ে বসতে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই অল্প সময়ের জন্য সেট তো হচ্ছে, তারপর নড়াচাড়া শুরু হয়ে যাচ্ছে। ছোট বাচ্চারা যেমন বেশিক্ষণ তাকে সীটে বসিয়ে রাখলে, কিছুক্ষণ পরে নড়াচাড়া করবেই। সুতরাং মনও যদি কন্ট্রোলে, অর্ডারে না থাকে, তবে কিছুক্ষণ তো খুব ভালো ভাবে বসছে, চলছে, সেবাও করছে, কিন্তু কখনো সেট হতে পারছে, কখনো আপসেটও হয়ে যাচ্ছে। এর কারণ কী? হতে চাইছে সেট হতে, কিন্তু আপসেট কেন হয়ে যাচ্ছে? এর কারণ কী? একাগ্রতার শক্তি, দৃঢ়তার শক্তি - এর অভাব রয়েছে। খুব ভালো প্ল্যানের কথা ভাবছে যে, এইভাবে বসবো, আজ এটা অনুভব করবো, তারপর এই সেবা করবো, তারপর এইভাবে চলবো। কিন্তু কর্ম করার সময় বা বসে বসেও দৃঢ়তার শক্তি কম হয়ে যায়। অন্যান্য বিষয়ে মন-বুদ্ধি বিভক্ত হয়ে যায়। কাজে ব্যস্ত যদি নাও হয়, কিন্তু ব্যর্থ সংকল্প - এটাই হলো সবচেয়ে বড় কাজ, যেটা কিনা নিজের দিকে টেনে নিয়ে যায়। তো স্থূল কাজ যদি নাও হয়, কিন্তু দৃঢ়তার শক্তি বিভাজিত হয়ে যাওয়ার কারণে মন আর বুদ্ধি সীটে সেট হওয়ার পরিবর্তে অস্থিরতার মধ্যে এসে যায়।

বাপদাদা তোমাদের সবাইকে যে কাজ দিয়েছিলেন তা দেখলেন। বাপদাদার কাছে সব চিঠি এসে পৌঁছেছে। কিন্তু কোনো কোনো বাচ্চা হলো বড়ই চালাক। কি চালাকি করে? চিঠি তো লিখেছে কিন্তু তাতে নিজের নাম লেখেনি। এটা ভেবে নিচ্ছে যে বাবা তো জানেনই। বাবা জানেন, কিন্তু তবুও যখন কাজ দেওয়া হয়েছে, তবে সেই কাজটাকে ঠিক মতো তো সম্পূর্ণ করো না? টিচার যদি বলে যে, লিখে নিয়ে এসো, টিচারকে কি বলবে যে - আপনি তো জানেনই যে - আমি এটা লিখতে পারি, তো টিচার কি সেটা মানবে? তো কেউ কেউ তো নামই লেখে না। কিন্তু যে গ্রুপকে যে কাজ দেওয়া হয়েছে, মেজরিটির মধ্যে আনন্দের বিষয় যে, সকলেই লিখেছে যে, আমরা ডায়মন্ড জুবিলীর মধ্যে করে দেখাবো। এটা হলো মেজরিটির বক্তব্য। তোমাদের সকলেরও কি? জীবনমুক্ত হয়ে যাবে? সকল বিষয়ের থেকে যদি মুক্ত হয়ে যাও তবে কি হয়ে যাবে? জীবনমুক্ত হয়ে যাবে। তো সকলে নিজেদের সাহস, উদ্দীপনা ভালোই দেখিয়েছে, ফরেনের হোক বা ভারতের, সকলের উৎসাহ-উদ্দীপনা ভালোই রয়েছে। কেউ কেউ তারই মধ্যে খুব কম জনই লিখেছে যে, আমাদের টাইম লাগবে। টাইম লাগুক তাদের। তোমরা তো জীবনমুক্ত হয়ে যাও। তো রেজাল্টে দেখলেন যে, সকলের উৎসাহ রয়েছে যে, ডায়মন্ড জুবিলীর মধ্যে কিছু করে দেখাবো। কিন্তু বাপদাদা দেখেছেন যে, নিজেকে ডায়মন্ড বানানোর যতখানি উৎসাহ-উদ্দীপনা রয়েছে, ততখানিই ডায়মন্ড জুবিলী বর্ষের মধ্যে সেবার প্ল্যানও খুব ভালো বানিয়েছে। ফাস্ট বানিয়েছে, এতে বাপদাদা খুশী হয়েছেন, কিন্তু এই রকম বলবে না যে, সেবার অনেক চাপ, সেইজন্য একটু উপরে - নীচে হয়ে গেছে। এটা বাপদাদা চান না। যে সেবা নিজেকে বা অন্যকে ডিস্টার্ব করে, সেটা সেবা নয়, সেটা হলো স্বার্থ। আর কোনো না কোনো স্বার্থই নিমিত্ত হয়, সেই কারণেই উপরে নীচে অবস্থা হয়। নিজের হোক কিম্বা পরের কোনো স্বার্থ যখন পূর্ণ না হয় তখন সেবাতে ডিস্টার্বেন্স হয়ে থাকে। সেইজন্য স্বার্থ থেকে পৃথক আর সকলের সাথে সম্বন্ধে প্রিয় হয়ে সেবা করো, তখনই যে সংকল্প করবে বা যে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, ডায়মন্ড জুবিলীতে ডায়মন্ড হয়ে ডায়মন্ড জুবিলী উদযাপন করবো, সেটা পূরণ হতে পারে। আধা মনে রাখবে না। কেউ কেউ এই রকম জবাব দিয়ে থাকে, বলে থাকে, ডায়মন্ড জুবিলী তো পালন করার ছিল, সেটা উদযাপন করেছি, তাতেই বিজি হয়ে গেছি। কিন্তু বাপদাদার দুটো শব্দকে স্মরণে রাখবে। অর্ধেক নয়। 'ডায়মন্ড হয়ে, ডায়মন্ড জুবিলী উদযাপন করতে হবে।' কেবল উদযাপন করা নয়, নিজে হয়ে তারপর উদযাপন করতে হবে। তো নিজের সুবিধা মতো অর্থ বের ক'রো না যে - উদযাপন তো করে নিই। কেবল হওয়া নয়, কেবল উদযাপন

করা নয়। দুটোই একসাথে হবে। আর তোমাদের সকলের জানা আছে যে, যখন তোমরা বলবে যে - কি করবো বাবা, সাহসের অভাব হয়েছিল, মায়া খুব তীব্র, মায়াকে তোমার কাছে রাখো। রাজত্ব করবে তোমরা আর মায়াকে বাবা সামলাবেন! রাজত্ব তো তোমাদেরকে করতে হবে তাই না? মায়াজিৎ জগজিৎ হতে হবে, তো মায়াকে জয় না করে জগজিৎ কীভাবে হতে পারবে? সেইজন্য চতুর্দিকে অ্যাটেনশন প্লীজ। বুঝেছো? আচ্ছা।

বাবা যে পরিক্রমণ করেছিলেন তার অর্ধেকটা শোনালেন, পরে বাকিটা শোনাবেন। সেন্টার গুলি কোনোটা খুব সুসজ্জিত, কোনোটা সিম্পল, কোনোটা খুবই রয়্যাল, কোনোটা এর মাঝামাঝিরও ছিল। বেশীরভাগই ভাবে যে, যেন বেশ রয়্যাল দেখায়, কোনো ভি. আই. পি. এলে তাদের যেন মনে হয় যে বেশ ভালো। কিন্তু আমাদের (ব্রাহ্মণদের) আদি থেকে এখনও পর্যন্ত নিয়ম হলো যে, একেবারেই যেন সাদামাটা না হয় আবার বেশী রয়্যালও না হয়। দুয়ের মাঝামাঝি হতে হবে। তোমরা তো দেখেছো যে ব্রহ্মা বাবা কত সাধারণ ভাবে ছিলেন। কিন্তু সুযোগ সুবিধার অনেক উপকরণ রয়েছে, এইসব উপকরণ দেওয়ার (সাপ্লাই) মতো থাকলেও যে কাজই করবে এর মাঝামাঝি লেবেলে করবে। এই রকমও যেন কেউ বলতে না পারে যে এটা কি লাগিয়ে দিয়েছে - কি জানি, কেউ না বলে বসে যে এ তো রাজার মতো ঠাঁটবাট হয়ে গেল! তো আজকের পাঠ কী তাহলে? মুক্ত সব কিছুর থেকে হয়ে গেছো না? সব কিছুর থেকে মুক্ত হওয়ার প্রতিজ্ঞা হয়ে গেছে তো না? পাকা নাকি বাড়ি ফিরে গেলেই বলবে যে, করাটা কঠিন! পাকাপোক্ত থেকো। মায়াকে ডায়মন্ড জুবিলীতে মজা দেখিয়ে দাও। মাস্টার সর্বশক্তিমান তোমরা, কম তো নও না?

আচ্ছা, ডবল ফরেনারও অনেকে এসেছে। স্থাপনার কার্যের ডবল শোভা হলো - ডবল বিদেশী। বাপদাদা জানেন যে, কত পরিশ্রম করে, যুক্তি সাজিয়ে তারা এখানে এসে পৌঁছেছে। ভালোবাসা কম হলে পৌঁছানোটাও কঠিন বলে মনে হয়। একদিকে বাবা শুনতে পান যে, টাকার দাম পড়ে গেছে আর পরের বছরই শুনতে পান যে, অনেক পরিমাণ বিদেশী এসেছে। তো এটাই হলো সাহসিকতা। রাশিয়ার গ্রুপও তো এসেছে না? রাশিয়ার ভাই বোনেরা টিকিট কীভাবে জোগাড় করলো? এদের কাহিনী খুব ভালো, শোনার মতো। টিকিট কীভাবে জোগাড় করে তার কাহিনী শোনার মতো। এইসব তো হওয়ারই। কাগজই তো, পেপার তো, তাকে তোমরা ডলার বলো, পাউন্ড বলো, হলো তো পেপারই, তো পেপার কতদিন লাস্টিং করবে? সোনার মূল্য আছে, হীরের মূল্য আছে, পেপারের কী মূল্য? মানি ডাউন (টাকার দাম পড়ে যাওয়া) তো হতেই হবে। আর তোমাদের মানি হলো সবথেকে মূল্যবান। যেমন যজ্ঞের প্রথম দিকে সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল না যে, ওম্ মন্ডলী হলো রিচেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, সুতরাং এখনও যখন চতুর্দিকে এই স্থূল অস্থিরতার পরিবেশ তৈরী হবে, তখন তোমাদেরকে সংবাদপত্রে দিতে হবে না। তোমাদের কাছেই সংবাদদাতারা আসবে আর তারা নিজেরাই খবরের কাগজে লিখবে, টি. ভি. তে দেখাবে যে, ব্রহ্মাকুমারীজ আর রিচেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। কেননা তোমাদের চেহারা ঝলমল করবে, যা কিছুই হয়ে যাক না কেন। দিনে খাওয়ার জন্য রুটিও না পাওয়া গেলেও তোমাদের চেহারা ঝলমল করতে থাকবে। তো চতুর্দিকে থাকবে দুঃখ আর তোমরা আনন্দে নাচতে থাকবে। একেই বলা হয় কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ। সেইজন্য বাপদাদা আজ বলছেন যে, ব্রাহ্মণ, যারা কিনা সৎ, ব্রাহ্মণ জীবনে শ্রেষ্ঠ জীবনের লক্ষ্য যাদের রয়েছে, তাদের বিশেষত্ব হলো প্রসন্নতা। কেউ যদি গালিও দেয়, তবুও তোমাদের চেহারায় দুঃখের ঢেউ যেন না আসে। প্রসন্নচিত্ত। গালি দিতে দিতেও ক্লান্ত হয়ে যাবে...,এই রকম হওয়া সম্ভব? এই রকম নয় যে, সে এক ঘন্টা বললো, আমি কেবল এক সেকেন্ড বললাম। এক সেকেন্ডও যদি বলো বা ভাবো, চেহারায় অপ্রসন্নতা এলো তাহলে ফেল। এতখানি সহ্য করেছি তো না! এক ঘন্টা ধরে সহ্য করেছি, তারপর বেলুনের থেকে গ্যাস বেরিয়ে গেলো। তো গ্যাস ওয়ালা বেলুন হয়ো না। আর তোমাদের কোন্ জিনিসটি চাই? বাবাকে পেয়ে গেছো, সব কিছু পেয়ে গেছো - গীত তো এটাই গাও তাই না? তো এই রকম টাইমে এই রকম এই রকম কথা স্মরণ করো তাহলে চেহারা বদলে যাবে না। এমনও নয় যে তার সামনে জোরে জোরে হাসতে শুরু করে দিলে, তাতে সে আরো বেশী রেগে আগুন হয়ে যাবে। প্রসন্নতা অর্থাৎ আত্মিক স্মিত হাসি। বাইরের নয়, আত্মিক। তো আজকের পাঠ কি ছিল? সদা অপ্রসন্নতা মুক্ত আর প্রসন্নতা যুক্ত, ডবল - বুঝেছো? আচ্ছা।

চতুর্দিকের বাপদাদার প্রেম স্বরূপ আত্মাদেরকে, সদা নিজেকে প্রসন্নতার থেকে মুক্ত করে থাকা তীব্র পুরুষার্থী আত্মাদেরকে, সদা স্মরণ আর সেবার ব্যালেন্সের দ্বারা সেবায় সফলতা প্রাপ্ত করা ভাগ্যবান আত্মাদেরকে, সদা বাবাকে প্রত্যক্ষ করবার উৎসাহ উদ্দীপনাতে থাকা দেশ-বিদেশ উভয়ের সকল বাচ্চাদেরকে, বাবাকে নিজের সুখবর লিখে জানানো, নিজের সেবার উদ্দীপনা রেখে থাকা বাবার সদা স্নেহী আর সমীপ বাচ্চাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদানঃ- অখন্ড স্মৃতির দ্বারা বিঘ্ন গুলিকে বিদায় দিয়ে থাকা মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব

সঙ্গমযুগ হলো বিঘ্নকে বিদায় দেওয়ার যুগ, যাকে অর্ধ কল্পের জন্য বিদায় দিয়েছো তাকে আর আসতে দিও না। সর্বদা স্মরণে রাখো আমি হলাম বিজয়ী রত্ন, মাস্টার সর্বশক্তিমান - এই স্মৃতি যদি অখন্ড থাকে তাহলে শক্তিশালী আত্মার সামনে মায়ার বিঘ্ন আসতে পারবে না। বিঘ্ন এলো আর তাকে দূর করলাম, তবে অখন্ড অটল বলা যাবে না, সেইজন্য সদা শব্দটির উপরে অ্যাটেনশন দাও। সর্বদা স্মরণে থাকলে সদা নির্বিঘ্ন থাকবে আর বিজয়ের নাগাড়া বাজতে থাকবে।

স্লোগানঃ- ঈশ্বরীয় সেবাতে নিজেকে অফার করাই হলো বাপদাদার ধন্যবাদ (আফরিন) নেওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;